কবিতার কারখানা

boobook

BOOBOOK.CO

কবিতার কারখানা

হারভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা নিয়ে

হোর্হে লুইস বোর্হেস-এর

ধারাবাহিক বক্তৃতা

অনুবাদ

অপূর্ব জামান

boobook

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল ইমেজ ব্যবহারের অনুমতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নেয়া সম্ভব হয়নি। যদি ব্যবহৃত কোনো ইমেজের স্বত্বাধিকারী আপত্তি উত্থাপন করেন তবে পরবর্তী মুদ্রণ বা সংস্করণে সেই ইমেজ বাদ দেওয়া হবে।

বুবুক ও পাণ্ডুলিপি'র যৌথ উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হলো। বইটির বিষয়বস্তু নির্মাণ-ব্যবস্থাপনায় কাজ করেছে পাণ্ডুলিপি।

kobitar karkhana translated by aupurbo zaman published by boobook, july 2020, dhaka, bangladesh.

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ইমেজটি রিয়েনকুয়েস্ত্রো ডিয়ালোগোস ইনেডিতস বইয়ের প্রচ্ছদ হতে অনুপ্রাণিত হয়ে পুনর্নির্মাণ করেছেন রিজওয়ানা ত্বিষা।

ISBN 978-984-94720-4-9

পাঠকের মূল্য: ৳ ২২৫ । ₹ ২২৫

পাণ্ডুলিপি

কন্টেন্ট ডেভেলোপার: পাণ্ডুলিপি
pandulipi2020@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব

অনুবাদ © অপূর্ব জামান
বই কপিরাইট © বুবুক

প্রথম বুবুক প্রকাশ • জুলাই ২০২০

পরিবেশক • বুবুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক • মনফকিরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই • বাংলাদেশে তৈরি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
noktaforge

boobook

বাড়ি ২৪৬/এ, সড়ক ১০এ, পশ্চিম ধানমন্ডি,
ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

+৮৮০ ১৯১৯২৭৬৪৫৮
+৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

dak@boobook.co
www.boobook.co

প্রকাশনা ক্রম # দ্বিতীয়

৯
অনুবাদকের ভূমিকা

১৩
কাব্যের হেঁয়ালি

৩৩
রূপক

৫৫
গল্প বলা

৬৯
শব্দ-সংগীত এবং অনুবাদ

৮৯
চিন্তা এবং কবিতা

১১১
কবির ধর্ম

boobook

অনুবাদকের উৎসর্গ

চৈতী'কে—
যার পাশে থাকাটাই বড়
অনুপ্রেরণা।

boobook

boobook

হোর্হে লুইস বোর্হেস

১৮৯৯-১৯৮৬

অনুবাদকের ভূমিকা

কবিতা কিংবা যেকোনো সাহিত্যকর্ম তাঁর কাছে বিশুদ্ধ শিল্প। তাই তিনি মনে করেন "প্রতিবার কবিতা পড়ার সময় শিল্প সৃষ্টি হয়"। শব্দ বুনে নিখাদ শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনাই তাঁর জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। তিনি আর্হেন্তিনীয় কবি ও সাহিত্যিক হোর্হে লুইস বোর্হেস। বিশ্বসাহিত্যে যিনি এক কিংবদন্তি-তুল্য চরিত্র।

বোর্হেসের দীর্ঘ লেখক জীবনের এবং তার চাইতেও বেশি করে বলতে হয় পাঠক জীবনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট চিন্তাগুলো খুব সংক্ষেপে পাওয়া যায় তাঁর এক বিস্মৃত প্রায় ধারাবাহিক অভিভাষণে যার শিরোনাম "দিস ক্রাফ্‌ট অব ভার্স" (This Craft of Verse)। ১৯৬৭-৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্হেস এই অভিভাষণটি দেন ৬টি ভাগে। অসামান্য এই ধারাবাহিক অভিভাষণটি ছিল হার্ভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত আয়োজন "দ্য চার্লস এলিয়ট নর্টন লেকচার্স" (The Charles Eliot Norton Lectures)-এর অংশ। পরবর্তী কালে হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটি প্রেস এটিকে

boighar
boighar.com
boighar.com
boighar.com

লিখিত আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়। কালিন-আন্দ্রেই মিহাইলেস্কু'র সম্পাদনায় এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও অভিভাষণটির অডিও সংস্করণ এখন অন্তর্জালে পাওয়া যায়।

সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁদের জন্য যে এই বক্তৃতা বিশেষ কিছু তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ পাঠকের কাছেও এটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে বোর্হেসের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনার কারণে। তাঁর প্রাঞ্জল এবং রসবোধে পরিপূর্ণ ভাষা মুহূর্তের জন্যও অমনযোগী হতে দেয় না। অবাক হয়ে যেতে হয় তাঁর পড়াশোনার পরিধি দেখে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ টেনে আনছেন আধুনিক ও মধ্যযুগের ইংরেজি, হিস্পানিক, ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, গ্রিক, লাতিন, আরবি, হিব্রু এবং চীনা সাহিত্য থেকে। তিনি নিজেই বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেছেন, "আমি নিজেকে মূলত একজন পাঠক মনে করি"।

ধারাবাহিক এই অভিভাষণে ৬টি ভাগে তিনি কথা বলেছেন কাব্যের হেঁয়ালি, রূপকের ব্যবহার, মহাকাব্য বা আখ্যানধর্মী কবিতা, শব্দ-সংগীত ও অনুবাদ, চিন্তা ও কবিতা নিয়ে, এবং সবশেষে তিনি কথা বলেছেন নিজেকে নিয়ে—তাঁর ভাষায় এমন এক কবি যার কবিতা তিনি পড়েন না।

boobook

পুরো অভিভাষণটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূলত হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এবং কালিন-আন্দ্রেই মিহাইলেস্কু সম্পাদিত সংস্করণটি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। পুরোটা ইংরেজি ভাষায় হলেও এর মধ্যে কিছু হিস্পানিক, লাতিন ও অন্যান্য ভাষার উদ্ধৃতি রয়েছে। বেশ কিছু উদ্ধৃতি বোর্হেস সচেতনভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলেন নি যাতে শ্রোতারা কেবল সেগুলোর ধ্বনিগত মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারেন। আমিও বাংলা অনুবাদে সেগুলোর স্রেফ উচ্চারণটুকুই লিখেছি বাংলা হরফে। এ ক্ষেত্রে আমি যতটুকু সম্ভব মূল ভাষার উচ্চারণের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি। আবার কিছু ক্ষেত্রে বোর্হেস কিছু ইংরেজি কবিতার পংক্তি উল্লেখ

করে সেগুলোর ভাষাগত বিভিন্ন দিক, সেগুলোতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে এমন গভীর আলোচনা করেছেন যে সেই মূল ইংরেজি পংক্তি চোখের সামনে না থাকলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয়, এবং এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মূল ইংরেজি লেখাটি না থাকলে কোনো অর্থই দাঁড়ায় না। সেই সব ক্ষেত্রে অনুবাদের পাশাপাশি মূল ইংরেজি পংক্তিগুলো, এবং অনেক ক্ষেত্রে শব্দগুলো রাখা হয়েছে।

boobook

কাব্যের হেঁয়ালি

আমার কাছ থেকে আপনারা কী আশা করতে পারেন—অথবা বরং, কী আশা করতে পারেন না সে বিষয়ে শুরুতেই আমি পরিষ্কার সতর্কবার্তা দিতে চাই। আমি বুঝতে পারছি যে আমার প্রথম অভিভাষণের শিরোনামেই আমি ভুল করেছি। আমরা ভুল বুঝে না থাকলে শিরোনামটি হলো "কাব্যের হেঁয়ালি" (The Riddle of Poetry) এবং অবশ্যই "হেঁয়লি" (Riddle) শব্দটির উপর শ্বাসাঘাত পড়েছে। তাই আপনারা হয়তো মনে করে থাকতে পারেন যে হেঁয়ালিই এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথবা, তার চাইতেও খারাপ যেটা হতে পারে তা হলো আপনারা ভাবতে পারেন যে বিভ্রান্তিতে তলিয়ে গিয়ে হেঁয়ালির সঠিক পাঠ আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। সত্যটি হলো, নিবেদন করার মতো কোনো আবিষ্কার আমার কাছে নেই। সারা জীবন আমি পড়েছি, বিশ্লেষণ করেছি, লিখেছি (বা লেখার চেষ্টা করেছি), এবং উপভোগ করেছি। শেষের বিষয়টিই আমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দিয়েছে। কবিতা "পান করা",

boobook

এ বিষয়ে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আসলে প্রতিবার সাদা কাগজের মুখোমুখি হয়ে আমি অনুভব করি যে আমাকে নিজের জন্য সাহিত্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হবে। অথচ অতীত আমাকে কোনো ধরনের সুবিধাই দেয় না। তাই, যেমনটা আমি বলেছি, কেবল আমার বিহ্বলতাই আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে পারি। আমার বয়স সত্তর হতে চলল। আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি সাহিত্যের পেছনে ব্যয় করেছি, এবং আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে পারি কেবল সংশয়।

ইংরেজি ভাষার মহান লেখক এবং স্বপ্নদ্রষ্টা থমাস ডি কুইন্সি[১] লিখেছিলেন—তাঁর চৌদ্দ খণ্ডের রচনা সমগ্রের হাজার হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো এক জায়গায়—নতুন একটি সমস্যাকে আবিষ্কার করা পুরনো সমস্যার সমাধান বের করার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি তাও আপনাদের কাছে নিবেদন করতে পারছি না; আমি কেবল পারি দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা বিহ্বলতাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। তবুও, কেন আমাকে এ নিয়ে বিচলিত হতে হবে? দর্শনের ইতিহাসে আমরা হিন্দুদের বিহ্বলতা, চীনাদের বিহ্বলতা, গ্রিকদের বিহ্বলতা, বিশপ বার্কলে, হিউম, শপেনআওয়ারের মতো পণ্ডিতদের বিহ্বলতা ছাড়া আর কিই বা পাই? আমি সেই সব বিহ্বলতাকে আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি মাত্র।

যখনই আমি কোনো নন্দনতত্ত্বের বইয়ের ভেতর ডুব দিই আমার এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হয়। আমি যেন এমন কোনো জ্যোতির্বিদের লেখা পড়ছি যিনি কোনোদিন নক্ষত্রের দিকে চোখ মেলে তাকান নি। আমি বোঝাতে চাইছি যে তাঁরা কবিতা নিয়ে এমনভাবে লিখেছেন যেন কবিতা একটি চাপিয়ে দেয়া কর্ম, এ যেন তা নয় যা আমরা সত্যিকার অর্থে কবিতা বলতে বুঝি: আবেগ এবং আনন্দ। উদাহরণ স্বরূপ, আমি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে বেনেদেত্তো ক্রচে'র[২] নন্দনতত্ত্বের বই পড়েছি, এবং সেখান থেকে পাওয়া সংজ্ঞা অনুসারে—কবিতা এবং ভাষা হলো অভিব্যক্তি। এখন আমরা যদি

কোনো কিছুর অভিব্যক্তি নিয়ে ভাবি তাহলে কাঠামো এবং উপাদানের সেই পুরনো সমস্যায় আমরা পতিত হই; এবং আমরা যদি সুনির্দিষ্ট কোনো কিছুর কাঠামো এবং উপাদান নিয়ে না ভেবে থাকি তাহলে এ থেকে আসলে কিছুই পাওয়া যাবে না। অতএব, আসুন আমরা শ্রদ্ধার সাথে সেই সংজ্ঞা গ্রহণ করে অন্য কিছুর দিকে এগিয়ে যাই। আমরা কবিতার দিকে এগোই; আমরা জীবনের দিকে এগোই। আর আমি নিশ্চিত যে জীবন কবিতা দিয়েই তৈরি। কবিতা কোনো আগন্তুক নয়—আমরা দেখতে পাব, কবিতা ঘাপটি মেরে আছে কোনো এক কোণায়। সে যেকোনো মুহূর্তে আমাদের উপর লাফিয়ে পড়তে পারে।

এখন আমাদের মধ্যে একটি সাধারণ বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, হোমার অথবা ডিভাইন কমেডি অথবা ফ্রে লুইস দে লেয়ন[৩] অথবা ম্যাকবেথ পড়ার সময় আমরা ভেবে থাকি যে আমরা কবিতা পড়ছি। অথচ বইগুলো কবিতার জন্য উপলক্ষ মাত্র।

আমার মনে হয় এমার্সন কোথাও লিখেছিলেন যে গ্রন্থাগার হলো মৃত মানুষে পরিপূর্ণ এক ধরনের জাদুর গুহা। পৃষ্ঠা ওল্টানোর মাধ্যমে আপনি সেই সব মৃত মানুষের পুনর্জন্ম ঘটাতে পারেন, তাদেরকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন।

boobook

বিশপ বার্কলে (বিনয়ের সাথে আমি আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তিনি ছিলেন আমেরিকান মহত্ত্বের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা) সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ল যে তিনি লিখেছিলেন, আপেলের স্বাদ বলতে আমরা যা বুঝি তা আপেলের মধ্যে থাকে না—আপেল নিজে তার স্বাদ নিতে পারে না—আবার খাদকের মুখের মধ্যেও এই স্বাদ থাকে না। এর জন্য এই দুয়ের সংযোগ ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে। একই জিনিস ঘটে বইয়ের ক্ষেত্রে কিংবা বইয়ের সংগ্রহ, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে। নিজের ভেতরকার কোন সারবস্তুর জন্য বই হয়ে ওঠে বই? বস্তুগত সামগ্রীর এই জগতে বই হলো একটি বস্তুগত সামগ্রী। এটি হলো একাধিক মৃত চিহ্নের সমষ্টি। তারপর মোক্ষম পাঠক

আসেন, এবং শব্দগুলো—অথবা বরং শব্দের পেছনের কাব্য, কারণ শব্দ কেবল চিহ্ন—লাফিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং আমরা পাই শব্দের পুনরুত্থান।

এ মুহূর্তে আমার একটি কবিতার কথা মনে পড়ে গেল যেটি আপনারা সবাই খুব ভালোভাবেই জানেন; তবে আপনারা হয়তো কখনোই খেয়াল করেন না যে কবিতাটি কতটা অদ্ভুত। কারণ কাব্যে যা নিখুঁত তাকে অদ্ভুত লাগে না; তাকে মনে হয় অনিবার্য। তাই আমরা খুব অল্প ক্ষেত্রেই লেখককে তাঁর মর্মযাতনার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে থাকি। আমি ভাবছি একশ বছরেরও অধিক কাল আগে রচিত একটি সনেটের কথা, যার রচয়িতা ছিলেন এক তরুণ যিনি ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। আমি ভাবছি জন কিটস এবং তাঁর বিখ্যাত ও সম্ভবত বহুলপঠিত সনেট "প্রথম দেখায় চ্যাপম্যানের হোমার (অন ফার্স্ট লুকিং ইনটু চ্যাপম্যান'স হোমার)"। এই কবিতায় অদ্ভুত যে জিনিসটি আছে—এবং এই বিষয়টি আমার মাথায় এসেছে তিন কি চারদিন আগে যখন আমি এই বক্তৃতাটি নিয়ে ভাবছিলাম—তা হলো এটি এমন এক কবিতা যার বিষয়বস্তুই ছিল কবিসুলভ অভিজ্ঞতা। আপনারা কবিতাটি খুব ভালোভাবেই জানেন, তবুও আমি এটির শেষ পংক্তিগুলোর আলোড়ন এবং বজ্রনাদ আপনাদেরকে শোনাতে চাই,

তারপর মনে হয় আমি এক আকাশ অবলোকনকারী
যার সীমানায় সাঁতরে আসে নতুন এক গ্রহ;
অথবা নির্ভীক কর্টেজের মতন যখন সে ইগল-চক্ষু দিয়ে
তাকায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে—এবং তার লোকেরা সংশয়ে তাকায় একে
অপরের দিকে নিঃশব্দে, ড্যারিয়ানের কোনো এক চূড়ায়।

এখানে আমরা স্বয়ং কাব্যিক অভিজ্ঞতাকেই পাই। আমরা জর্জ চ্যাপম্যানকে পেলাম যিনি ছিলেন শেকসপিয়ারের বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী।

এখানে তিনি মৃত কিন্তু জন কিটস যখন তাঁর ইলিয়ড ও ওডিসি পড়লেন তখন হঠাৎই তিনি জীবন্ত হয়ে উঠলেন। আমার মনে হয় জর্জ চ্যাপম্যানের কথাই ভাবছিলেন শেকসপিয়ার (তবে আমি নিশ্চিত নই কারণ আমি শেকসপিয়ার বিশেষজ্ঞ নই) যখন তিনি লিখেছিলেন: "এই কি ছিল তার মহৎ কাব্যের গৌরবময় যাত্রা / ভাগ্য যার নির্ধারিত ছিল তোমার অমূল্য হৃদয়ে?"[৪]

এখানে একটি শব্দ আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়: "প্রথম দেখায় চ্যাপম্যানের হোমার (অন ফার্স্ট লুকিং ইনটু চ্যাপম্যান'স হোমার)"। আমি মনে করি এই "প্রথম" শব্দটি আমাদের জন্য কাজের হতে পারে। ঠিক যে মুহূর্তে আমি কিটসের সেই অসাধারণ পংক্তিগুলোর উপর চোখ রাখি, আমার মনে হতে থাকে যেন আমি কেবল আমার স্মৃতির প্রতিই অনুগত। সম্ভবত, আমি সত্যিকার অর্থে যে রোমাঞ্চ কিটসের কাব্যটি থেকে পাই তার ভিত্তি রচিত হয়েছে সুদূরবর্তী এক মুহূর্তে, বুয়েনস আইরেসে আমার শৈশবে যখন আমার বাবাকে কবিতাটি জোরে জোরে পড়তে শুনি। এবং যখন কবিতা, ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যমই ছিল না, বরং আবেগ ও আনন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারত, যখন তা আমার কাছে প্রকাশিত হয়, আমার মনে হয় না শব্দগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটছিল। সেটি কেবল আমার বোধের জায়গায় ঘটছিল না, সেটি ঘটছিল আমার পুরো অস্তিত্ব জুড়ে, আমার রক্ত-মাংস জুড়ে।

"প্রথম দেখায় চ্যাপম্যানের হোমার", এই শব্দগুলোতে ফিরে আসি। এমন রোমাঞ্চ জন কিটস তাঁর পড়া ইলিয়াড এবং ওডিসি'র বহু সংস্করণের মাঝে অনুভব করেছেন কিনা আমার সন্দেহ হয়। আমার মনে হয় কবিতার প্রথম পাঠই হলো তার আসল পাঠ, তার পরে, এমন এক বিশ্বাসে আমরা নিজেদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলি যে আমরা মনে করি আমাদের অনুভূতি, উপলব্ধির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তবে আমার মতে এটি হতে পারে

boonbook

El tango es prostibulario. De allí es tango todos. Para
tosa no me acompaña si no conozco de obscenos la cosa

COPLAS

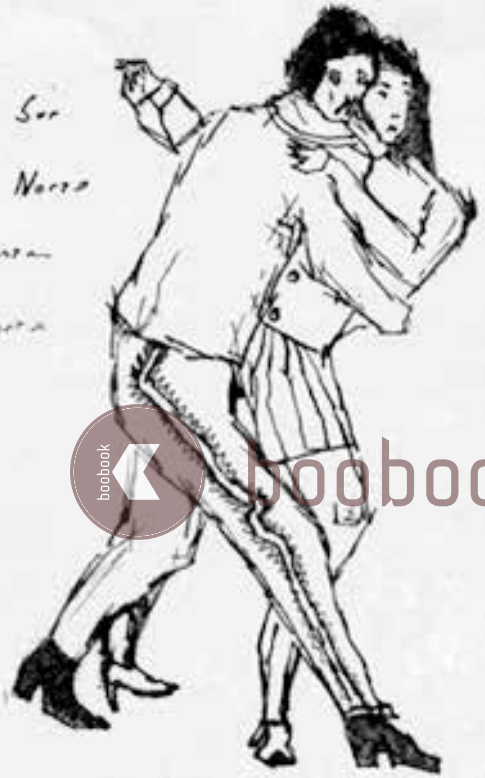

arrancas al Sur
arrancas al Norte
mi no quiere
olar con corte

Mañana por la ma
me voy a las Cinco
a tomarme un mate
de la mano de mi

Jorge Luis Borges

Para Ernesto Pancio, es la escuela del Rari
aro está en los prostíbulos; los del Sur crecen
la calle Chile, y los del Norte nacieron